কালের কণ্ঠ

তারিখ ... ০১ SEP 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

# শ্রেণিকক্ষে স্কুলছাত্রীর শ্লীলতাহানি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি ▷

টিফিনের সময় শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কেউ খাবার খাচ্ছিল, কেউ বা বসে ছিল। হঠাৎ এক বখাটে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে দরজা আটকে দেয়। এমন সময় বখাটের সঙ্গে ছিল ওই স্কুলের তিন শিক্ষার্থী। এ ঘটনায় ভেতরে থাকা শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানায়। এরই মধ্যে সানি নামের এক বখাটে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি ঘটায়। গত ৩১ আগস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার ভোলাচং উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এরপর ধামাচাপা দেওয়া এ ঘটনা জানাজানি হলে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই বিদ্যালয়ে একটি সালিস বৈঠক বসে। এতে জরিমানা দিয়ে রক্ষা পেয়ে যায় বখাটে সানি। সালিসে বখাটে সানি এবং ওই স্কুলের ছাত্র রাব্বিকে ৫০ হাজার টাকা করে মোট এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। তবে সালিসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, জরিমানার এক লাখ টাকা রাখা হবে স্কুল ফান্ডে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে।

## সালিসে জরিমানা: টাকা স্কুল ফান্ডে!

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. গিয়াস উদ্দিন জানান, তিনিসহ বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি মো. হাবিবুর রহমান, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মো. হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া প্রকাশ, মো. সুরুজ খান, পৌর কাউন্সিলর মো. কবির হোসেন, সাবেক কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর আলমসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি সালিস বৈঠকে ছিলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নবীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রূপক কুমার সাহা গতকাল বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রধান শিক্ষককে বলা হয়েছিল থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে। কিন্তু তিনি সেটা না করে স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে সালিসের আয়োজন করেছেন বলে শুনেছি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ৩১ আগস্ট টিফিন পিরিয়ডের সময় একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা বসে ছিল। এ সময় ভোলাচং গ্রামের মো. জীবন মিয়ার ছেলে মো. সানি এবং ওই স্কুলেরই ছাত্র রাব্বি, মাহমুদসহ তিনজন ঢুকে দরজা আটকে দেয়। এ সময় ভেতরে থাকা শিক্ষার্থীরা এর প্রতিবাদ জানায়। বখাটে সানি এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে। এরপর চিৎকার শুনে এক শিক্ষক এগিয়ে এলে তারা পালিয়ে যায়। ওই বখাটে প্রায়ই ওই ছাত্রীকে উত্যক্ত করত বলে স্থানীয় সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, 'ঘটনাটি খুবই নাক্কারজনক। কিন্তু থানায় অভিযোগ না দিয়ে কেন এভাবে শেষ করা হলো, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষকের গাফিলতি রয়েছে। এতে বখাটেদের সাহস আরো বাড়বে।'

তবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. গিয়াস উদ্দিন বলেন, 'ঘটনার দিন আমি পেশাগত কাজে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলাম। পরে ওই ছাত্রীর মা এ বিষয়ে আমার কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে বিষয়টি মীমাংসা করা হয়েছে।' ওসি থানায় অভিযোগ দিতে বলেছেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোনো সদুত্তর দেননি।

সালিসে উপস্থিত সাবেক কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'আমরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি ছেলেরা তেমন কিছুই করেনি। ঘটনার মূল হোতা ছিল রাব্বি। বাইরের ছেলেটিকে (সানি) সে-ই স্কুলে নিয়ে আসে। সব কিছু চিন্তা করে জরিমানা ও মাফ চাওয়ানো হয়েছে।'

কাউন্সিলর মো. কবির হোসেন বলেন, 'ছেলেরা খুবই খারাপ ঘটনা ঘটিয়েছে। তার পরও তাদের পরিবারের লোকজন হাতে-পায়ে ধরায় সালিসে মীমাংসা করে দিয়েছি। জরিমানার সব টাকা স্কুল ফান্ডে জমা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে সভায়।'

নবীনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আজিজুল ইসলাম গতকাল বিকেলে বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থীর শ্লীলতাহানির বিষয়ে কেউ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'